Special Supplement on the 98th Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the National Children Day 2018

Messages by the Hon'ble President, Hon'ble Prime Minister & Hon'ble Foreign Minister of Bangladesh

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ চৈত্র ১৪২৪
১৭ মার্চ ২০১৮

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। দিবসটি উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু-কিশোরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। স্কুল জীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ঐতিহাসিক ভাষণের সেই ধারাবাহিকতায় ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড় অর্জন। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য আজ দেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবল বাঙালি জাতির নন, তিনি বিশ্বে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির দূত। তিনি আজীবন সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্রসহ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণে তিনি বলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত-শোষক আর শোষিত: আমি শোষিতের পক্ষে"।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বাস্তবায়নে আমাদের নতুন প্রজন্মকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, সততা, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। কারণ এ দিবসটি উদযাপনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আগামীতে জাতিগঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর কর্ম ও আদর্শ আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে চিরকাল। আমি জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিবসে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪২৪
১৭ মার্চ ২০১৮

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীর প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ প্রখ্যাত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম বেগম সায়রা খাতুন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বাল্যকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই নেতৃত্বের গুণাবলী ফুটে উঠে তাঁর মধ্যে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল।

প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। জাতির পিতা বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার সময় কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-র মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

জাতির পিতার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন- সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক। তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। অবৈধ সামরিক সরকারগুলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পুনর্বাসন করে। জনগণ ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি আজ দায়মুক্ত হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায়ও কার্যকর করা হচ্ছে। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মমতা ছিল অপরিসীম। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা "জাতীয় শিশু দিবস" ঘোষণা করেছি। এদিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং আগামীদিনের কর্ণধার শিশু কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী 'জাতীয় শিশুনীতি' প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাদের বাংলাদেশ ও জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে।

আসুন, দেশের ভবিষ্যত নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

17 March 2018

Message

Today is 17 March- the 98th birth anniversary of the greatest Bengali of all times, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 'National Children's Day'. We celebrate this day every year with a view to encouraging our children and youth to learn from the life and struggle of Bangabandhu. On this auspicious day, I express my profound tribute to Bangabandhu - the Great Hero of the Bengali nation.

Bangabandhu from his very early age understood the need and importance of having a self-identity and dignity. Bangabandhu generated new hopes and aspirations among the Bengali people and inspired them to stand against the oppression and repression of the then Pakistani rulers. He taught us to dream of an independent nation and led us from the front facing all odds to realise that dream. Under his visionary and charismatic leadership, the Bengali nation achieved its long sought independence. Bangabandhu's historic 7th March speech effectively declared the independence of Bangladesh. We celebrate his birth anniversary this year at a time when his historic 7th March speech has been recognised as part of the Memory of the World Register of UNESCO.

Today Bangladesh stands out in the comity of nations with its own hard earned reputation, development achievements and self-esteem. Under the able leadership of Bangabandhu's daughter and Prime Minister Sheikh Hasina, the present Government has been relentlessly working to realize Bangabandhu's dream of building a 'Sonar Bangla' (Golden Bengal). Bangladesh has earned the recognition of being a 'role model' for success in all socio-economic sectors like education, health, gender equality and women empowerment. We had already attained lower middle class income country status under the World Bank rules, and very recently, the United Nations Committee for Development Policy (CDP) announced that Bangladesh has met the graduation criteria from LDC category to developing country status. We hope to meet the criteria for a second time at the next triennial review of CDP in 2021 to become eligible to be considered for graduation from LDCs.

The observance of the birth anniversary of the Father of the Nation as 'National Children's Day' gives us an opportunity to express our commitment to the nation building process from early on. On this glorious day, I urge all children, youth and their parents to take oath to learn from the life, struggle and teachings of Bangabandhu and renew our pledge to transform Bangabandhu's dream into reality.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu

(Abul Hassan Mahmood Ali, M.P.)

Few write-ups on the auspicious day

শেখ মুজিব আমার পিতা

শেখ হাসিনা

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম টুঙ্গীপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখা নদীর একটি বাইগার নদী। নদীর দু'পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রায় দুশ' বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। তাঁরা গ্রামের কৃষকদের নিয়ে অনাবাদী জমি-জমা চাষ-বাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে টুঙ্গিপাড়াকে একটা বর্ধিষ্ণু ও আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলেন। শুরুর দিকে নৌকাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানায় স্টিমার ঘাট গড়ে ওঠে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গীপাড়া গ্রামে বসতির জন্য জমি-জমা ক্রয় করেন। কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যার নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান কোঠা গড়ার সাথে সাথে বংশেরও বিস্তার ঘটে। আশপাশেও বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আব্দুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার জীবন শুরু করেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চে। আমার আব্বার নানা শেখ আব্দুল মজিদ আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার আব্বা, আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, "মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।"

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গীপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধূলোবালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা বাঁধে - এসব অনুসন্ধান করাই ছিল দুরন্ত এ বালকের নিত্যকর্ম। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোটো-ছোটো ছেলেকে সঙ্গী করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন। তিনি যা বলতেন এরা তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোটো বোন হেলেনের ওপর। এই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এ জন্য ছোটো বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড়ো কাছারি ঘর। আর এই কাছারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিখতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গীপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। তার একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যে সকলেরই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদির একটাই লক্ষ্য ছিল কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে।

গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সারাক্ষণ খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে ব্যস্ত থাকতেন। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সব সময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্ট বেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসের সীমা ছিল না যে, কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড়ো ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদা ব্যস্ত থাকতেন বড়ো দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদা বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো-আঠারো জন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে।

আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন বছরের বড়ো। আত্মীয়র মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে গার্জিয়ান (মুরুব্বি) করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জ স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে 'তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত।' আব্বা যদি ধারে কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো, মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনও আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা আব্বার ছোটোবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

আব্বা ছোটোবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংকপাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ-ভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি, আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো, কারণ আর কিছুই নয়। কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো, তখন দাদি আম গাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে, রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনোদিনই বকাঝকা করতেন না; বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। আমার দাদা-দাদি ছেলের কোনো কাজে কখনো বাধা দিতেন না; বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে, আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আব্বার একজন স্কুলমাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল, জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি গড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজো ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুদিন বা তিনদিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুফু খোঁজখবর নিতে যেতেন তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি।

পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট, আর আমার ছোটো ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখার সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাই-বোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখে নাই, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড়ো পুকুর আছে, যার পাশে বড়ো খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাই-বোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি। কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না। আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি, আমার মা, কামাল, জামাল, ছোটো রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহেদির রং বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনীরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুফাতো ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে হত্যা করেছে আবদুর রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুফা), তাঁর তেরো বছরের কন্যা বেবী, দশ বছরের ছেলে আরিফকে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর চার বছরের শিশু পুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন, তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজো ফুফু।

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই। আজ যে বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

[সংগ্রহ: শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র, রচনাকাল - ১৯৯১ খ্রি.]

Sheikh Mujib
My Father

Sheikh Hasina

There is a beautiful picturesque village on the bank of the river Baigar. The name of that village is Tungipara. The river Baigar reaches the Madhumati river by following a meandering course. The river Baigar is one of the numerous branches of this Madhumati. There lay a green foliage of palm-tomal-hijal trees on the both sides of the river. The songs of 'Bhatiali' float from the mouths of boatmen on this river with oars in hand; the chirping of birds and the ripples of river-water create a fascinating environment.

The river Madhumati had flown beside this village nearly two centuries ago. Habitats were then built up on its bank. Due to the inviolable law of nature, the river has now moved further away. Many other villages also sprang up after the surfacing of shoals. Our forefathers had arrived in this small riverine village of natural splendour and beauty and settled down here with the goal of preaching Islam. Their trading and commercial activities were centred around the port of Kolkata. They started cultivating crops in fallow lands here together with the local peasants. Gradually, they built up Tungipara as a self-reliant and affluent habitat. At the outset, boat was the only mode of transport. Later, a steamer landing port developed at the Gopalganj thana.

Our ancestors, purchased landed properties at Tungipara village for dwelling. They built houses there by hiring masons and technicians from Kolkata. Those were completed in 1854. The remnants of those buildings still remain as a witness of time. The Pakistani invading forces burnt down the two buildings which were used as residences till 1971. After starting to reside in those buildings, our family began to expand and the number of settlements around the place also rose. My great grandfather Sheikh Abdul Hamid built a tin-roofed house on the north-eastern corner of that building. My grandfather Sheikh Lutfor Rahman started his family life in this dwelling. And my father was born here on 17 March 1920. My father's maternal grandfather Sheikh Abdul Majid named him as Sheikh Mujibur Rahman during his *Akika* (naming ceremony). My father was the first son of my grandmother who issued two daughters earlier. My grandmother's father therefore donated all his properties to her and said during *Akika*, "Maa (daughter) Saira, I have given your son such a name that it will be famous all over the world."

My father's childhood was spent diving in the river-water at Tungipara and getting dusty on the rural-path passing through the field. He used to get soaked in the muddy waters of monsoon. How the weaver-birds built their nest, how the kingfisher went inside water to catch fish, where lay the nest of the magpie robin - the searching of all these were

the usual activities of this romping boy. My father was greatly attracted by the sweet melody of the latter's sound. And that is why he liked to mingle with nature by moving around the fields and ghats with small children of the village. He used to teach the little 'shalik' and 'mynah' birds how to speak or whistle after catching them. He used to rear monkey and dog, and they used to do whatever he instructed. Again, he used to give the responsibility of looking after them to his younger sister Helen. He could not tolerate the slightest negligence towards these animals. Sometimes the younger sister was scolded for that reason. There is a narrow canal on the north-western side of our house, which connects with the confluence of the rivers Madhumati and Baigar. A large 'Kachari Ghar' stood on its bank. And the teachers, *pundits* and *moulavi* sahibs used to reside in rooms adjacent to this house. They were appointed as house tutors and my father used to learn Arabic, Bangla, English and Mathematics from them.

The Gimadanga Tungipara High School was built by our ancestors. It was then a primary school, located almost one and a quarter kilometre from our house. Abba (my father) initially studied in this school. One day, his boat capsized while he was returning from school. My father fell down in the canal water. After that, my grandmother did not allow him to go to that school. He was a little boy, the apple of their eyes, object of love and affection of all family-members; his slightest discomfort brought pains to others. She admitted him to Gopalganj Missionary School taking a transfer certificate from that school. Gopalganj was the place of work of my grandfather. From then on, my father started to receive education at Gopalganj. At one stage, my grandfather was transferred to Madaripur. My father studied at Madaripur during that episode. Later, his teenage days were spent in Gopalganj.

The health condition of my father was quite delicate. The only thinking of my grandmother was therefore focused on how to keep his 'Khoka' well. My grandparents also called him 'Khoka' out of affection. And he was known as 'Mia Bhai' to his peers and villagers. He could associate very easily with the simple village-folks. My grandmother constantly remained busy for improving Khoka's health condition. Milk, posset, butter etc. were therefore produced in the household. Fruits from the garden and fresh fish from the river were always kept ready for Khoka, but my father was very lean and thin since his very childhood; therefore, my grandmother regretted why her child did not become plump with nutrition. During food intakes, he preferred ordinary rice, fish broth and vegetables. After taking food, he liked to eat milk-rice-banana and molasses. I had four aunts and one uncle. Of these four sisters, two were older. These elder sisters were always alert so that their younger brother did not face any discomfort. The rest were also younger, but the affection Khoka received from my grandparents was limitless. People who took sanctuary in our house were also numerous. The children of my grandparents' sisters, especially those who had been orphaned, were brought to our homestead by my grandparents in order

to groom them properly. Therefore, around 17-18 children were growing up in our house at the same time.

My father was married off when he was ten years old. My mother's age was then only three years. After my mother lost her father, her grandfather gave all his property in her and my aunt's names in writing following their marriages. My aunt was three years senior to my mother. Their grandfather married off the two sisters with relatives and made my paternal grandfather their guardians. When my mother was 6-7 years old, her mother also died. My paternal grandmother then took my mother on her lap. And from then on, she was groomed together with the rest of the children.

Side by side with receiving education, Abba was very fond of sports. Especially, he liked to play football. He used to go to Chitalmari and Mollarhat crossing the Madhumati for playing. There was a school team at Gopalganj. My grandfather also liked to play. He used to visit the playing-field when Abba played. Grandfather used to tell us the story later: 'Your father was so frail that he fell on the ground after forcefully kicking the ball.' If Abba was standing nearby, he used to protest. We then really enjoyed these episodes. An interesting happening was that matches were played between Abba's and grandfather's teams also. Even now, when I visit those places, I come across many elderly people who speak about Abba's childhood days. There were many photos and papers about these games. The Pakistani invading forces set our house on fire in 1971. As a result, everything was burnt down.

My father was a big-hearted person since his childhood. At that time, the boys did not have that much opportunity for pursuing education. Many individuals used to pursue education by taking *'jaigirs'* (a system of getting food and accommodation in exchange for providing tuition to children of the host family). Students had to reach schools after walking a distance of 4-5 miles. They used to come to school eating rice. They had to return home walking a long distance after starving for the whole day. As our house was located in the 'bank-para' area, Abba used to bring them home. He had the habit of taking rice with milk and used to share food with others. I heard from my grandmother that a number of umbrellas had to be bought for my father every month. The reason was that he used to give away his umbrellas to those who could not buy because of poverty; it pained him to see them suffer due to sun and rain. Sometimes, he even used to give away his text-books.

I heard from my grandmother that she used to stand under the mango tree when the school-hours were over. She used to keep an eye on the road as Khoka would be coming. One day she saw Khoka coming with a wrapper on his body, without any *Pajama* (trousers) or *Panjabi*. What had happened? He had donated his dress to a poor boy who wore torn and disheveled clothing.

My grandparents were very generous. When my father donated anything, they never scolded him; rather they used to encourage him. There were many other instances of this liberal attitude of my grandparents.

While studying in school, Abba was infected with beriberi disease and his eyesight was gravely affected. As a result, his education had to be suspended for four years. At that juncture, he had a house-tutor named Hamid Master, who was active in the anti-British movement and remained imprisoned for many years. Later, when Abba had to go to jail at different times and the police came to arrest him, my grandmother recalled the name of that Master Sahib and cried. My grandparents never obstructed any activities of their son, rather they encouraged him. My father's mental horizon flourished in a very open atmosphere. Whenever any task appeared to be just, my grandfather encouraged him instead of opposing.

One of Abba's school-masters set up a small organization; he used to help the poor, meritorious boys by moving door to door and collecting paddy, Taka and rice. Abba used to work with him as one of the prominent and active workers, and encouraged others to do so. Wherever he saw any injustice, he used to protest. Once when he protested an injustice, he became the victim of a conspiracy by government-supporters and had to stay in jail for a few days after getting arrested.

He was very conscious about people's rights during his adolescence. Once the Chief Minister of the united Bengal Sher-e-Bangla came to Gopalganj on a visit and inspected his school. During that episode, the courageous teenager Mujib attracted everybody's attention when he articulated the complaint about leakage of monsoon water in the school-building and succeeded in eliciting the pledge of repairing it.

After passing matriculation from the Gopalganj School, he went on to study at Islamia College of Kolkata. He used to stay there at Bekar Hostel. At this time, he came in touch with Huseyn Shaheed Suhrawardy. He got actively involved in the Hallway Monument movement. His active participation in politics commenced from that juncture. He passed BA in 1946. He played an active role in halting the riot that started during the partition of India-Pakistan. He used to work by risking his life. My second Fupu (paternal aunt) used to live in Kolkata then. I heard from Fupu, he sometimes worked for two to three days at a stretch without taking any food. When he occasionally went to Fupu's house for enquiring about their wellbeing, she forcibly made him eat something. He never supported injustice. He never compromised on the question of establishing truth and justice even by risking his own life.

He got admitted to the law department of Dhaka University after the establishment of Pakistan. At that time, he lent support and actively participated in the movement of class three and class four employees. He was arrested while observing a sit-in demonstration

before the Secretariat. He was released a few days later. At this juncture, Mohammad Ali Jinnah gave a declaration about the drafting of Pakistan constitution; when Jinnah announced that Urdu should be the state language of Pakistan, all the Bangalis in the then East Pakistan became protesting. The student community actively participated in this movement. My father was arrested during the movement in 1949. I was then of a very tender age, and my younger brother Kamal was just born. Abba did not even get the opportunity to see him.

He was continuously in captivity until 1952. At that time, my mother used to reside at my grandparents' house along with us – me and my brother. Once Abba was brought to Gopalganj in connection with a case. Kamal had then learned to speak a bit. But he had never seen Abba, nor did he know him. When I was repeatedly rushing to Abba and calling him 'Abba, Abba', he only looked on in amazement. There was a big pond in Gopalganj thana, beside which was a large open field. We brother and sister used to play there, ran around to catch grasshoppers and occasionally came back towards Abba. After gathering many flowers and leaves, I sat down with Kamal for playing on the veranda of the police station. He suddenly asked me, 'Hasu Apa, please allow me to call your Abba as Abba.' When I recall those words of Kamal, I cannot hold back my tears. Today he is no more alive, we have none to call 'Abba'. The bullets of the assassins not only snatched away Abba, they did not spare even my mother, Kamal, Jamal and little Russel. Sultana and Rosy, newly-married wives of Kamal-Jamal, were also not spared; the colour of henna in their hands had mingled with the blood of their hearts. The murderers did not stop there. They killed my lone uncle Sheikh Naser, youth leader and my cousin Sheikh Moni, his pregnant wife and my playmate of childhood days Arzu. These killers simultaneously attacked Abdur Rab Serniabat (husband of my aunt), his thirteen-year old daughter Baby, ten-year old son Arif. Even the four-year old son Babu of Mr. Serniabat's eldest son Abul Hasnat Abdullah was not spared by the murderers. Colonel Jamil, who had rushed towards our house after waking up to save my father's life was also killed. What kind of barbarous cruelty was this? My second Fupu is still crippled due to bullet-wound.

On that day, Kamal sought permission to call my father as 'Abba'; I instantly took him to Abba. I told Abba about him. He fondled Kamal very affectionately taking him on his lap. None of them are alive today. Hi! Today my mind craves to call 'Abba'. I yearn intensely for the affection of my mother, company of my brother; but I cannot get them back even if I cry ceaselessly. None of them would respond. Their lives have been cruelly silenced forever by the bullets of the assassins, won't they face trial?

[Collection: ***Sheikh Hasina Rachona Samagra*, published in 1991**]

Translation: ***Dr. Helal Uddin Ahmed***

ইতিহাসের সৃষ্টি, ইতিহাসের স্রষ্টা

আনিসুজ্জামান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই সঙ্গে ইতিহাসের সৃষ্টি ও ইতিহাসের স্রষ্টা। বরং যথার্থ বলতে গেলে তিনি যত ইতিহাসের সৃষ্টি, তার চেয়ে বেশি ইতিহাসের স্রষ্টা। স্কুল জীবন থেকে তাঁর কেটেছে গোপালগঞ্জে। সেখানে ঢেউ এসে লেগেছে বাংলার রাজনীতির, কখনো বা ভারতের রাজনীতির, ক্বচিৎ কখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির। সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা শুনে এবং ঘরের কাছে মাদারীপুরে পূর্ণচন্দ্র দাশের বিপ্লবী প্রয়াসের কথা জেনে তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হন স্বদেশি আন্দোলনের দিকে। সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি অনুরক্ত হন তাঁর প্রতি। ১৯৩৮ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে এলে তাঁদের সম্মানে আয়োজিত হয় অভ্যর্থনা, জনসভা ও প্রদর্শনী। এই উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব হন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের নির্দেশে বর্ণহিন্দু তরুণেরা এই আয়োজন থেকে সরে দাঁড়ায়। হিন্দু সমাজের ছুৎমার্গ শেখ মুজিবকে কিছুটা আহত করেছিল, এই সংবর্ধনাঘটিত বিষয়টি তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। পরের বছর কলকাতায় গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং ফিরে এসে মাদারীপুরে মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠন করেন। ছাত্রলীগের সম্পাদক হন তিনি নিজে এবং মুসলিম লীগের সম্পাদক অন্য কেউ হলেও তার কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে তখন দু'টি উপদল ছিল। একটি মোহাম্মদ আকরম খাঁ- খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন, অন্যটি সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের। দ্বিতীয় উপদলটি পরিগণিত হতো প্রগতিশীল বলে। তাঁরা মুসলিম লীগকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চেষ্টা করেন এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প ঘোষণা করেন। শেখ মুজিব এই উপদলে জড়িত হন এবং আবুল হাশিমের পরামর্শে মুসলিম লীগের সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে উঠেন। ১৯৪৩ সালে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ মন্বন্তর। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র শেখ মুজিব তখন দিনভর লঙ্গরখানায় কাজ করেছেন, রাতে কখনো বেকার হোস্টেলে ফিরেছেন, কখনো মুসলিম লীগের অফিসে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আহবান করে। এর প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী কর্মীদের বলেন দিনটি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে এবং আবুল হাশিম তাঁদের বলেন দিনটি যে হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে পালিত হচ্ছে, হিন্দু মহল্লায় গিয়ে তা বোঝাতে। কিন্তু দিনটি ঘিরে সংঘটিত হয় কলকাতার ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ড এবং পরে তা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি ও বিহারে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একদল কর্মী তখন হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমান ছাত্রীদের উদ্ধার করতে এবং তাদের কলেজের হিন্দু অধ্যাপককে পাহারা দিয়ে মুসলমান এলাকায় আনা-নেওয়া করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন।

মুসলিম লীগের সকল সিদ্ধান্ত যে শেখ মুজিবের ভালো লেগেছিল, তা নয়, কিন্তু কর্মী হিসেবে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। যেমন, ১৯৪৭ সালে লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' শব্দ বদলিয়ে 'স্টেট' করা, সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা গঠনের প্রস্তাব ব্যর্থ করা এবং পূর্ববঙ্গ আইনসভার নতুন নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে দেওয়া (পশ্চিম পাঞ্জাবে তা করা হয়নি)। শেষোক্ত বিষয়টি শেখ মুজিব দেখেন সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কতিপয় নেতার ষড়যন্ত্র হিসেবে এবং পরে তাঁর মনে হয়, সেই ছিল পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির শুরু।

দেশভাগের পর কলকাতা থেকে শেখ মুজিব যখন বিদায় নেন, তখন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে বলেছিলেন, পাকিস্তানে যেন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হয়, তা দেখতে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় যখন গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের উদ্‌যোগ নেওয়া হয়, তখন শেখ মুজিব বলেন যে, এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করা। গণতান্ত্রিক যুবলীগে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের বিরোধিতা করে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মাত্র দু মাস হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন এমন দাবি তোলা উচিত নয়। এই উদ্‌যোগ থেকে তিনি কেবল সরে আসেননি, মোগলটুলিতে মুসলিম লীগ অফিসে গণতান্ত্রিক যুবলীগের সাইনবোর্ড টাঙানো হলে তিনি তা নামিয়ে নিতে বাধ্য করেন এবং যুবলীগের কর্মীদের নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি আস্থা তিনি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তাই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সরকার পৃষ্ঠপোষিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিপরীতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের উদ্‌যোগ নেন। ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে চলে এলে ছাত্রলীগ বাংলার পক্ষে দাঁড়ায়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আহূত ধর্মঘটে যোগ দিয়ে সচিবালয়ের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিব। পাকিস্তানে তাঁর এই প্রথম কারাবাস। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এবং পরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন তিনি। তাঁর কারাবাসকালে নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং তিনি তার দুজন যুগ্ম সম্পাদকের একজন নির্বাচিত হন।

এরপর থেকে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শেখ মুজিবের জীবনযাত্রা প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়। তিনি প্রথমবার মন্ত্রী হলে ষোলো দিন পর কেন্দ্রীয় সরকার সে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়, আরেকবার তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন দলীয় সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করবেন বলে। তিনি যে কত নির্লোভ ছিলেন, এ ঘটনা তার পরিচয় বহন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বর্জনে এবং প্রাদেশিক আইনসভায় পূর্ব বাংলার জন্যে নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। গণপরিষদের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে তিনি দেশের নাম থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র কথাগুলি বর্জন, পূর্ববঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান না রেখে পূর্ববাংলা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখার প্রস্তাব করেন, যদিও তার কোনোটাই গৃহীত হয়নি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়, মুজিব প্রথমে কারাবন্দি এবং পরে সগৃহে অন্তরিন হন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল শেখ মুজিবের ধ্যানজ্ঞান। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন্যে তিনি পাকিস্তানের অখন্ডতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ নেতারা দুটি পৃথক গোপন সংগঠন করলে মুজিব তা সমর্থন করেন বলে দাবি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিরূপে ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং তা লাহোর প্রস্তাবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে রচিত বলে তিনি ঘোষণা দেন। তার বিরুদ্ধে সরকার শক্ত অবস্থান নিলে মুজিব পূর্ব বাংলার সর্বত্র জনসভা করে এর পক্ষে জনমত গঠন করেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত গ্রেপ্তার হতে থাকেন এবং মামলায় জামিন নিয়ে আবার জনসভা করতে থাকেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর এবং আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশেষ ট্র্যাইব্যুনালে তাঁদের বিচারের উদ্‌যোগ নেয়। তাতে ফল হয় অভিপ্রায়ের বিপরীত। মুজিবের মুক্তির দাবিতে, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে এবং ছ-দফা দাবির সমর্থনে পূর্ব বাংলায় গণ অভ্যুত্থান ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট আইউব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, তবে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে। এই মামলায় বন্দি থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়, তবে তা জানতে পেরে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করলে সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কর্নেল (অব:) শওকত আলী অনেক পরে একটি বই লিখে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে জানান। মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিবকে ঢাকায় বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং তাঁকে ভূষিত করা হয় বঙ্গবন্ধু বলে। তিনি আরোহণ করেন জনপ্রিয়তার শিখরে।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রত্যাশাতীতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকচক্র তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং তাঁর দলের অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান রচনা করতে দিতে অস্বীকার করে। তার প্রতিবাদে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পূর্ববাংলায় যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা সারা পৃথিবীকে চমকিত করে। সেনানিবাস ছাড়া, তখন আর সবকিছু চলে তাঁর নির্দেশে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি যে ভাষণ দেন, তা এখন পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভাষণের মর্যাদা লাভ করেছে। জনসাধারণের স্বাধীনতা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষণে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা না করেও বঙ্গবন্ধু অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। দেশবাসীকে তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার এবং যার যা আছে তা নিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তিনি গর্জে ওঠেন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর চরম আঘাত হানে। শেখ মুজিব স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন, তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। ভারতে আশ্রয় নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সরকার, মুজিবকে ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রপতিরূপে। পাকিস্তানের আদালতের বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু বিশ্বজনমতের চাপে তা কার্যকর করতে পারেনি সরকার। এদিকে মুজিবের নামে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মানুষ বিজয় লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

অচিরেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, স্বল্পতম সময়ে সংবিধান রচনা, প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের প্রত্যাবাসন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রর জন্যে বহু দেশের স্বীকৃতি এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করেন। অন্যদিকে বিদেশি ষড়যন্ত্রে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং সরকার ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনের পরিণাম দেখার আগেই কুচক্রীরা সপরিবারে তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে তাঁকে সরাতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সে স্বপ্নের জন্যে আত্মত্যাগে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন এবং সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। আজ পৃথিবী জানে ১৯৭১ সালে যে সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন, তা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না, ছিল শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারলাভে ন্যায় যুদ্ধ। তিনি ইতিহাস নির্মাণ করে গেছেন।

Creation of the Past, Creator of Our History

Anisuzzaman

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was at the same time a product of history as well as the creator of our history. And to put it correctly, he was more a creator of history than its creation. His school-life was spent in Gopalganj. The tide of Bengal's politics, sometimes of Indian politics, and occasionally of global events during and after the Second World War hit that place as well. He was at first attracted towards the *Swadeshi* (homeland) movement after hearing about the sacrifices of armed revolutionaries as well as the revolutionary exploits of Poornachandra Das at Madaripur near his home. He became a fan of Subhas Chandra Bose near the fag end of his life. In 1938, a reception, meeting and exhibition were arranged in honour of the then prime minister of Bengal A K Fazlul Haque and the labour minister Huseyn Shaheed Suhrawardy on their arrival in Gopalganj. Sheikh Mujib, then a school student, was made the leader of the volunteers' group on that occasion. However, as directed by Congress, the upper caste Hindus removed themselves from this program at the last moment. This touchable and untouchable phenomenon of Hindu society experienced during that reception hurt Sheikh Mujib immensely and wielded exceptional influence in his mind. The next year, he met Suhrawardy by going to Kolkata and then formed the Muslim Chhatra League and Muslim League in Madaripur after returning home. He himself became the secretary of Chhatra League and also took the responsibility of directing the activities of the person who became the Muslim League secretary.

There were two factions within Bengal Provincial Muslim League. One was led by Mohammad Akram Khan-Khwaja Nazimuddin, and the other by Suhrawardy-Abul Hashim. The second group was considered to be a progressive one. They tried to give Muslim League the shape of a people's institution and declared a resolve to dismantle the Zemindari system. Sheikh Mujib got himself involved in this group and became a full-time activist of Muslim League as advised by Abul Hashim. A terrible famine befell Bengal in 1943. Then a student of Islamia College, Sheikh Mujib worked day and night in the gruel-kitchens, occasionally returning to the Baker Hostel at night and sometimes passing the night by sleeping in the Muslim League office. The Muslim League issued a call for observing 'direct action day' on 16 August 1946. On the eve of that day, Suhrawardy asked his workers to take care so that the day was observed peacefully. Abul Hashim asked them to convince the Hindu neighbourhoods that the day was not against the Hindus, rather it was being observed as part of the movement against British rule. But the most terrible killings took place in Kolkata centring on that day, which later spread to Noakhali and Bihar. A group of workers led by Sheikh Mujib then exerted all their might in rescuing Muslim female students from Hindu areas and escorting Hindu teachers through Muslim areas.

It was not that Sheikh Mujib liked all the decisions of the Muslim League. But it was not possible for him to speak out openly against those as he was a worker. Examples include stands against replacement of the word 'states' by 'state' in the Lahore resolution of 1947, sabotage of the proposal by Suhrawardy-Abul Hashim to constitute an independent and sovereign Bengal, and unseating Suhrawardy by issuing directive for electing a new leader of the East Bengal legislative assembly. Sheikh Mujib viewed the last instance as a conspiracy by some leaders of central Muslim League against Suhrawardy; he later felt that it was the beginning of the conspiratorial politics in the then Pakistan.

When Sheikh Mujib took leave of Kolkata after the partition of India, Suhrawardy asked him to take care so that no communal riots broke out in Pakistan. When an initiative was taken to constitute the Ganotantrik Jubo League in Dhaka in September 1947, Sheikh Mujib said that the only objective of that organization should be to work for communal harmony. Opposing the adoption of an economic program by Ganotantrik Jubo League, he opined that such demands should not be raised then as the country had achieved independence only two months earlier. Not only did he remove himself from that initiative, he forced the removal of the signboard of Ganotantrik Jubo League from the Moghaltuli office of Muslim League after it was hung there; he also asked the Jubo League workers to leave the place along with their belongings. But he could not maintain his confidence on the Muslim League regime for long. Therefore, he took the initiative to form East Pakistan Muslim Chhatra League in opposition to the All East Pakistan Muslim Chhatra League formed under government patronage. The question of state language came up in the month of February and Chhatra League took a stand in favour of Bangla. Sheikh Mujib was arrested while picketing before the secretariat after joining the strike called by state language action council on 11 March 1948. It was the first time that he was put behind bars in Pakistan. He was expelled from Dhaka University in 1949 while leading the movement of class four employees of the university, and was again put behind bars. The new political party Awami Muslim League was born while he was in jail, and he was elected as one of the two joint secretaries of the party.

The democratic movements in Pakistan and the life of Sheikh Mujib became almost inseparable after that. He demonstrated extraordinary organizational acumen as the general secretary of Awami Muslim League during the decade of 1950s. The cabinet was dissolved by the central government sixteen days after he became a minister for the first time. He left the job of a minister another time in order to concentrate on his party's organizational tasks. The latter incident showed the extent of greedless disposition in his character. He played a notable role in omitting the word Muslim from the Awami Muslim League and adoption of a resolution in the provincial assembly in favour of an electoral system for East Bengal. As a member of the constituent assembly, he proposed the omission of Islamic Republic from the country's name in the first constitution of Pakistan; naming of the province as East Bengal instead of East Pakistan; and provision for provincial autonomy, although none of these proposals were accepted. The Awami League was banned after the promulgation of martial law in Pakistan in 1958. Mujib was at first jailed and then put under house arrest.

Provincial autonomy was like an obsession for Sheikh Mujib. He lost confidence in the integrity of Pakistan due to the indifference showed by the central government on this issue. It is claimed that Mujib extended support when the leaders of Chhatra League formed two secret organizations during the 1960s with the goal of making East Bengal independent. He raised the 6-point demands as the president of Awami League in 1966 and asserted that the Lahore Resolution was framed with the objective of provincial autonomy. When the government took a strong stand against him on the issue, Sheikh Mujib generated public opinion in its favour by holding public meetings all over East Bengal. He was repeatedly arrested at this juncture, but continued to hold meetings after obtaining bails. In 1968, an initiative was taken for holding the trial of Mujib and 34 others in a special tribunal on charge of a secessionist conspiracy in East Pakistan. The outcome was counter-productive for the Pakistani regime. There was a mass upsurge in East Bengal in support of Mujib's freedom, withdrawal of the so-called Agartala Conspiracy Case and implementation of the 6-point

demands. President Ayub was forced to resign, but he handed over power to the army chief Yahya Khan. A conspiracy was then hatched to kill Sheikh Mujib while he was in jail under this case, but that was foiled when he took precautions after getting information about it. An accused in the Agartala Conspiracy Case Colonel (retired) Showkat Ali later claimed in his book that the allegations brought against them were true. Sheikh Mujib was accorded a massive reception in Dhaka after getting acquittal from the case and he was conferred the title 'Bangabandhu'. He reached the pinnacle of popularity at that juncture.

The Awami League won absolute majority, which was beyond its expectations, in the first general election of Pakistani held in 1970. But the ruling clique refused to hand over power to Bangabandhu and frame a constitution in accordance with his desire. In protest, the non-violent non-cooperation movement that was built up in East Bengal at Bangabandhu's urging in March 1971 amazed the entire world. With the exception of cantonments, all entities were run in accordance with his directives. The speech that he delivered in Dhaka's racecourse ground on 7 March has now been recognized as one of the greatest speeches of all time in world history. In the backdrop of popular demand for freedom, Bangabandhu informally declared the country's independence without proclaiming it formally during that speech. He called upon the people to turn their houses into fortresses and to combat the enemy with whatever they possessed. He roared out in a thunderous voice: The struggle this time is for our freedom, the struggle this time is for independence.

At midnight of 25 March, the Pakistani army struck the ultimate blow against unarmed Bangalis. Sheikh Mujib made a formal declaration of independence, but he was arrested and then taken to Pakistan. The liberation war of the Bangalis then started. The Bangladesh Government was formed after its leaders took shelter in India; Mujib was declared the president. Bangabandhu was awarded death sentence on charge of treason in the trial held at a Pakistani court; but the Pakistani government could not execute that verdict due to the pressure of world opinion. Meanwhile, the people of Bangla achieved victory in the war fought in Mujib's name. Bangabandhu returned home as a victor on 10 January 1972 after being freed from a Pakistani prison.

Immediately after taking over responsibility as the prime minister, he undertook reconstruction of the war-ravaged country, framed the constitution within minimum possible time, reconstituted the administration, brought back the Bangalis stuck in Pakistan, elicited recognition for Bangladesh state from many countries, and got membership of the United Nations. On the other hand, a famine-like situation spread in the country due to foreign conspiracies, and some changes were introduced in the government system. Before the outcome of this change could be visible, the conspirators killed him along with his family; but he could never be removed from the hearts of the people.

Bangabandhu made the people dream about independence; he inspired them to make self-sacrifices for materialising that dream. The world knows that he had led that struggle in 1971; it was not a secessionist movement, rather it was a struggle for emancipation of the oppressed masses, a just war for establishing the right of self-determination. He had created history.

Translation***: Dr. Helal Uddin Ahmed***

তুমি তো হৃদয় বাংলাদেশের

ফারুক নওয়াজ

কে বলে জনক তুমি নেই– তারা কারা?
তারা কি বধির? তারা কি দৃষ্টিহারা?
তারা কি অবোধ? অনুভূতিহীন বৃষ?
তারা কি শোনে না দোয়েলের মধু-শিসও?
দোয়েল পাখিটা প্রতিদিন ভোর হলে...
শিস দিয়ে-দিয়ে তোমার গল্প বলে।

জনক, তুমি তো দেশের জনক; তুমি তো জাতির পিতা
তোমার জন্ম না হলে জাতির জন্মই হতো বৃথা!
ওই তো পতাকা লাল-সবুজের দোল দিয়ে যায় হাওয়া...
এইতো আমার সোনার বাংলা– প্রাণ খুলে গান গাওয়া।
এইতো পদ্মা মেঘনা যমুনা মধুমতি– শত নদী...
কী করে এসব আমাদের হতো– তুমি না আসতে যদি?

জনম-জনম কষ্টে কেটেছে অধীনতা দাহে জ্বলে...
তুমি এলে তাই স্বাধীনতা পেয়ে মাথা তুলে জাতি চলে।
জনক তুমি তো আছো এইখানে ষোল কোটি হিয়া জুড়ে
জন্মদিনের খুশিতে তোমার পাখিরা আসছে উড়ে।
মিঞ্জিরি ঝোপে শিঞ্জীনি বাজে, অলি নাচে ফুলে-ফুলে...
ঝাবুকের বনে লিলুয়া বাতাস, সাগর উঠেছে দুলে।

কে বলে জনক তুমি নেই– তারা কারা?
তারা কি অন্ধ? বন্ধ চোখের তারা?
তারা কি পাথর? কর্ণ-বোঁজা কি তারা?
তারা কি শোনে না তোমার কণ্ঠধারা?
দুনিয়া জাগানো তোমার বজ্রবাণী...
আকাশে-বাতাসে দিয়ে যায় চমকানি!

জনক তুমি তো হৃদয়ে-হৃদয়ে সারাদেশ জুড়ে তুমি...
তুমি আছো তাই শিরিষের বনে বেজে ওঠে ঝুমঝুমি...
বথুয়া শাকের গন্ধ বাতাসে, সজিনার ফুল ঝরে...
পথের দু'পাশে ছায়াবাবলারা বাতাসে নৃত্য করে...
তোমার জন্মদিনের খুশিতে জিনিয়া-দোপাটি ফোটে...
পলাশের বনে সবুজ কোকিল আবেগ ছড়ালো ঠোঁটে...
শহরে-নগরে ধুম পড়ে গেছে, গ্রামে-গ্রামে ওঠে সাড়া...
জোয়ারের মতো মানুষের ঢলে মেতেছে টুঙ্গিপাড়া।

ধানমন্ডির কোলাহল ছেড়ে তুমি আছো প্রিয় ভূঁয়ে...
ঘাসের চাদরে আদর বুলিয়ে হাওয়া যায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে।
ফুলের সুরভি, পাখিদের গান, কুলু-কুলু ঢেউরাশি...
সারা দিনমান, সারারাত শোনো বাতাসের মৃদুবাঁশি...
টুঙ্গিপাড়াই হয়ে গেছে আজ জাতির পুণ্যভূমি–
তুমি তো হৃদয় বাংলাদেশের, জাতির জনক তুমি!

Sanctuary

Faruk Nawaz

Who are they that say, father, you do not exist?
Are they deaf? Are they blind or
Stupid, dullard or oxen with no feeling?
Do not they hear the sweet whistle of magpie Robin?That small bird!
At every dawn it whistles and tells your tales.

Father! Surely you did father this country.
If you were not born, this nation would not have born.Now,there is my flag, red and green, swinging in the air.
Here is my sweet golden Bangal, my own land;
Here I sing to my heart's content.
Flowing here are hundred rivers – Modhumoti, Padma, Meghna–
How could all these be mine if you did not come?

We passed ages hard in the fire of subjugation.
And then, you came and set us free.
And now this nation walks erect, independent. You are in the hearts of sixteen crore human being.
Birds are coming flying happily on your birthday;
Sound of anklet in the bush of Minjiri,
Bees dancing around flowers, breeze in the tamarisk trees-
The sea wakes up with waves- all these, because you are with us.

Who say you don't live, who are they? Are they blind or their eyes closed forever?
Are they stones or short of hearing?
Do not they hear the voice of yours?
The thunderous voice that shook the world, The voice that still electrifies all around with flashes.

You are in the hearts of people all over the land.
Jingling or rattles through the branches of rain tree
Caused only because you are with us. Air full of smell of Bathua, falling of flowers of Sajna-
Babla bushes dancing with the touch of gentle air on both sides of lonely ways- all these, only because you are with us.

Zinnia and Dopatta are in blossom only because you are with us.
Green cuckoo sings dulcetly in the depth of Palas,
only because you are with us.
Towns and cities are enlivened- exciting noise in the village. Tungipara is mad with tide- like crowd.

You are at your dearest premise, calm and quiet,
Leaving the boisterous Dhanmondi.
Air runs touching the green grass carpet with deep love.
Fragrance of flowers,
chirping of little birds,
And soft sound of waves- all around you.
You hear the melody of running air- day in, day out.

Tungipara has turned into the sanctuary of our nation.
You are the heart of Bangladesh, the father of the nation.

Translation : ***Khairul Alam Shabuj***

এখানে আমার বঙ্গবন্ধু

আনজীর লিটন

এই যে আমরা আমাদের মতো
গেয়ে যাই গান সুখে অবিরত
এই যে ফসল উর্বরা মাটি
ফুল পাখি নদী অপরূপ খাঁটি
বিজয়ের উল্লাস
এখানে আমার বঙ্গবন্ধু মহানায়কের বাস।

এই যে আমরা পথ হেঁটে যাই
সাহসী প্রেরণা প্রাণ খুঁজে পাই
এই যে মিছিল দাবি-প্রতিবাদ
মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির স্বাদ
এই যে পতাকা স্বাধীন দেশের
মায়া ধরা এক ছবি
এখানে আমার বঙ্গবন্ধু আলোমাখা এক রবি।

এই যে আমরা বাংলায় চলি
বাংলা ভাষায় মা'র কথা বলি
এই যে হৃদয়ে শহিদের নাম
স্মৃতির স্তম্ভ শ্রদ্ধা-সালাম
এই যে প্রাণের শহিদ মিনার
বাঙালির মূল সুর
এখানে আমার বঙ্গবন্ধু বিজয় একাত্তুর।

Here Lies My Bangabandhu

Anjir Liton

In this land we sing songs as we like,
Songs of joy and happiness.
This soil is fertile
That gives abundant crops.
Here the birds and flowers,
Rivers and woods are impeccable.
Among all these beauty and bounty
Lies my Bangabandhu – a great hero.

In this land, we move as we like.
We move forward with indomitable courage.
Here one will find the story of placards and processions
War of Liberation and taste of liberty,
A beautiful flag of an independent country,
A pleasant scene – full of compassion and love.
Amidst all these exists my Bangabandhu – radiant like the sun.

In this land of Bengal we live free.
We speak our dear mother-tongue Bangla.
Deep in our hearts are inscribed names of all martyrs.
Our Shaheed Minar has shaped all our thoughts and feelings.
Amidst all these, one will find my Bangabandhu
Who brought victory for us in seventy-one.

Translation: ***Professor Ahmed Reza***

Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail: press.bew@gmail.com
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

Press Release

Bangabandhu's Birthday celebrated amid fanfare at Bangladesh Embassy in Washington, D.C.

Washington, D.C. 17 March 2018:

Amid merrymaking and fanfare the 99th birthday of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the National Children's Day was celebrated at Bangladesh Embassy in Washington, D.C. Saturday.

On this day in 1920, Bangabandhu, the architect of independent Bangladesh and the greatest Bangalee of all times, was born in a greatly respected Muslim family in Tungipara village of Gopalganj district.

In celebration of the day, the embassy organized competitions on essay writing, art and music for children living in greater Washington, D.C. area.

Bangladesh Ambassador to the USA Mohammad Ziauddin accompanied by tiny tots placed wreaths at the bust of the Father of the Nation installed on the chancery premises.

Small children staged various performances demonstrating Bengali rich culture and heritage.

Ambassador Ziauddin in his statement said Bangabandhu's birthday is an important day for the Bengali nation as he inspired and led the nation to achieve the nation's independence through his courageous and charismatic leadership.

On National Children's Day, the Ambassador said the current government announced the National Children Policy in 2011 for the welfare of the children and urged all to stand unitedly beside the deprived children of Bangladesh.

Messages from the Hon'ble President, Hon'ble Prime Minister and Hon'ble Foreign Minister were read out.Md. Shahabuddin Patwary, Minister (Economic), Brig Gen Mohammd Shamsuzzaman, Defence Attaché and Brig Gen Md. Shamsul Islam Chowdhury read out the messages marking the occasion.

Ms. Roquia Haider, Chief of Bangla Service, Voice of America and president of Washington chapter of Bangabandhu Parishad Eng. Mizanur Rahman discussed the contribution of Bangabandhu to the independence of Bangladesh. Minister (press) Shamim Ahmad read out a few excerpts from the "Unfinished Memoirs" of Bangabandhu. Ms. Samia Israt Ronee, Counsellor (Political &Cultural) conduct the program.

A documentary on life and work of Bangabandhu was screened while a cake was cut celebrating the birthday.

(Shamim Ahmad)
Minister (Press)

Participants children gave a pose with H.E. the Ambassador and Judges on 17th March 2018